[২০১৮] ১৩এস.সি.আর. ২৯৬

এম. এ. অ্যান্টনি @ আন্তাপ্পান

বনাম

কেরালা রাজ্য

(পর্যালোচনাপিটিশন (ফৌজদারি) নং২৪৫,২০১০)

ফৌজদারি আপিলনং৮১১,২০০৯

১২ ডিসেম্বর, ২০১৮

[মদনবি. লোকুর, এস. আবদুলনাজিরএবংদীপকগুপ্ত, বিচারপতিগণ]

অনুশীলন এবং পদ্ধতি – মৃত্যুদণ্ড – যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তর – বিবেচ্য লাঘবকারী কারণসমূহ – আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ – আপিলকারী একই পরিবারের ছয়জন সদস্যকে হত্যা করেছেন – সেশন কোর্ট আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে – বিচারক আপিলকারীকে "মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখার" সাজা দেন – হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে – আপিলকারী সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন – খারিজ হয় – আপিলকারী পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন – খারিজ হয় – পুনর্বিবেচনার আবেদন পুনরায় শুরু করা হয় – সিদ্ধান্ত: সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে আপিলকারীর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বস্তুনিষ্ঠ বিবেচনার জন্য প্রাসঙ্গিক – সাজা প্রদানের সময় আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে, বিশেষ করে ন্যায়বিচারের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাস্তব চিত্র যা দরিদ্র ও অভাবী মানুষের জন্য সহজে পাওয়া সম্ভব হয় না – বর্তমান মামলায়, দণ্ডিত ব্যক্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে চালক হিসেবে কাজ করতেন এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে চাকরি পাওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে সমস্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন – তিনি একটি ভিসার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন তবে এজেন্টকে ৬২,০০০ টাকা দিতে হতো – তীব্র আর্থিক অনটনের কারণে তিনি কেবল ২৫,০০০ টাকার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন – তিনি অর্থের সন্ধানে মৃত ব্যক্তির পরিবারের বাড়িতে গিয়েছিলেন – কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাদের কাছ থেকে কোনো তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি এবং এর ফলে তিনি তাদের সকলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন – আপিলকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যা বিচারিক আদালত এবং হাইকোর্টের বিবেচনা করা উচিত ছিল – যদিও দণ্ডিত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থা তার অপরাধ অস্বীকার করার কোনো কারণ নয়, তবে এটি দণ্ডিত ব্যক্তিকে উপযুক্ত সাজা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক – বিচারিক আদালত আপিলকারীকে একজন দুর্ধর্ষ অপরাধী হিসেবে গণ্য করে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল করেছিল – নথিতে এমন কোনো প্রমাণ নেই – আপিলকারীকে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তর করা হলো।

একজন দাগী অপরাধী – রেকর্ডে এমন কোনো প্রমাণ নেই – আপিলকারীকে দেওয়া মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবনকারাদণ্ডেরূপান্তরিত করা হলো।

পুনর্বিবেচনার আবেদন নিষ্পত্তি করে আদালত

স্থির: ১.১, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে কিনা তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একজন দোষী সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত। একটি সাজা দেওয়ার সময় সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত, বিশেষত ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেস এবং ন্যায়বিচারের প্রতিকার সম্পর্কিত মৌলিক বাস্তবতা যা দরিদ্র ও অভাবীদের কাছে সহজেই উপলব্ধ নয়। [অনুচ্ছেদ ১৫, ১৬][৩০৫-বি; ৩০৬-সি]

১.২, আর্থ-সামাজিক কারণগুলির বিবেচনা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত (যা সাজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে একটি নির্দিষ্ট মামলায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে) এবং সেটি হল দোষীদের পর্যাপ্ত আইনি প্রতিনিধিত্ব রয়েছে কিনা। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এবং দুর্বল অংশের জন্য মানসম্পন্ন আইনি সহায়তা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে অত্যন্ত এবং জরুরি মনোযোগের প্রয়োজন। [অনুচ্ছেদ ১৭, ১৮] [৩০৬-সি-ডি, এফ-জি]

১.৩, বর্তমান মামলার তথ্য অনুযায়ী, দোষী ব্যক্তি একটি নৈমিত্তিক ভিত্তিতে চালক হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি উপসাগরীয় অঞ্চলে চাকরি পেতে আগ্রহী ছিলেন এবং এই লক্ষ্যে সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভিসার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন কিন্তু এজেন্টকে ৬২,০০০/- টাকা দিতে হয়েছিল। গুরুতর আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি কেবল প্রাথমিক অর্থ প্রদানের জন্য ২৫,০০০/- টাকা এর ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। তিনি পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যান। তার অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই গুরুতর ছিল যে উপসাগরীয় অঞ্চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে ট্রেনে করে এর্নাকুলাম থেকে মুম্বাই যেতে হয়েছিল এবং টিকিট কেনার সময় তিনি রিজার্ভেশন চার্জ দিতে অক্ষম ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে, তিনি টাকা পাওয়ার জন্য বা চুরি করে বা অন্য কোনও উপায়ে ছিনতাই করে মৃত পরিবারের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর এবং মৃত পরিবারের জন্য, তিনি তাদের কাছ থেকে কোনও তহবিল সংগ্রহ করতে পারেননি এবং এর ফলে তিনি তাদের সকলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। [অনুচ্ছেদ ২৬] [৩১০-সি-ই]

জনমত বা সমাজের সমষ্টিগত বিবেক

১.৪, এটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি লাল রঙের উপর জনমত বা জনগণের সম্মিলিত বিবেকের ছাপ সংগ্রহ করা হয়

রেভ বা নিষ্ঠুর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত একজন অপরাধীকে সাজা দেওয়ার সময় সমাজকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। বর্তমান মামলার তথ্যে, এই সিদ্ধান্তে আসার মতো কোনও উপাদান ছিল না যে অপরাধের গুরুতরতা সমাজে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল বা এটি সমাজে স্বাভাবিক জীবনকে বস্তুগতভাবে ব্যাহত করেছিল। ফলস্বরূপ, টি! দ্বারা প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গিকে অবশ্যই আপিলকারীর উপর যথাযথ সাজা চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপেক্ষা করা উচিত। [অনুচ্ছেদ ২৭] [৩১১-সি-ডি]

উপসংহার

১.৫, এই আদালত সহ সমস্ত আদালত আপিলকারীর সংস্কার বা পুনর্বাসন এবং সমাজে পুনর্বাসনের সম্ভাব্যতা বিবেচনাকে উপেক্ষা করেছে। বিচার আদালত এই ভিত্তিতে ভুল পদক্ষেপ নিয়ে আপিলকারীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা প্রদান করে বলেছে যে তিনি একজন কঠোর অপরাধী। বস্তুগত বা নথিতে এমন কোনও প্রমাণ নেই। আপিলকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যা আপিলকারীকে দেওয়া শাস্তি বিবেচনা করার সময় বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল। যদিও একজন অপরাধীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা তার অপরাধ অস্বীকার করার জন্য একটি কারণ নয়, তবে এটি এমন একটি বিষয় যা একজন অপরাধীকে যথাযথ সাজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। আপিলকারীকে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। [অনুচ্ছেদ ২৯, ৩০, ৩১ এবং ৩৩] [৩১১-এফ-এইচ; ৩১২-এ-বি, ই-এফ]

বাচান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৮০) ২ এসসিসি ৬৮৪ অনুসরণ করা হয়েছে।

সুরেন্দ্র পাল শিববালকপাল বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০৫) ৩ এসসিসি ১২৭ : [২০০৪] ৪ সাপ্ল. এসসিআর ৪৬৪; সুশীল কুমার বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০০৯) ১০ এসসিসি ৪৩৪; মোল্লা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১০) ৩ এসসিসি ৫০৮ : [২০১০] ২ এসসিআর ৬৩৩; কমলেশ্বর পাসোয়ান বনাম চণ্ডীগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (২০১১) ১১ এসসিসি ৫৬৪ : [২০১১] ১ এসসিআর ৬৪৭; মহেশ ধনাজি শিন্ডে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৪) ৪ এসসিসি ২৯২ : [২০১৪] ৩ এসসিআর ৪০৬; সন্তোষ কুমার সতীশভূষণ বারিয়ার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০৯) ৬ এসসিসি ৪৯৮ – এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

মোহাম্মদ আরিফ ওরফে আশফাক বনাম ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার এবং অন্যান্য (২০১৪) ৯ এসসিসি ৭৩৭ : [২০১৪] ১১ এসসিআর ১০০৯; ইউ.পি. রাজ্য বনাম এম.কে. অ্যান্টনি (১৯৮৫) ১ এসসিসি ৫০৫; রাজেন্দ্র প্রহ্লাদরাও ওয়াসনিক বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, ২০১৩ সালের ৩০৬-৩০৭ নং পর্যালোচনা পিটিশনে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ১২.১২.২০১৮ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে; রমেশ বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০১১) ৩ এসসিসি ৬৮৫ : [২০১১] ৪ এসসিআর ৫৮৫ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার উদ্‌ধৃতি

[২০১৪] ১১ এসসিআর ১০০৯	উল্লিখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯
(১৯৮০) ২ এসসিসি ৬৮৪	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫
(১৯৮৫) ১ এসসিসি ৫০৫	উল্লিখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০০৪] ৪ সাপ্লিমেন্ট এসসিআর ৪৬৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
(২০০৯) ১০ এসসিসি ৪৩৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
[২০১০] ২ এসসিআর ৬৩৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[২০১১] ১ এসসিআর ৬৪৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৪] ৩ এসসিআর ৪০৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪
(২০০৯) ৬ এসসিসি ৪৯৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৭
[২০১১] ৪ এসসিআর ৫৮৫	উল্লিখিত হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ার: পর্যালোচনা পিটিশন (ফৌজদারি) নং ২৪৫, ২০১০।

ফৌজদারি আপিল নং ৮১১, ২০০৯-এর অধীনে।

কেরালার এরনাকুলামের হাইকোর্টের ১৮.০৯.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে মৃত্যুদণ্ড রেফারেন্স নং ৫, ২০০৫ এবং ফৌজদারি আপিল নং ৩৮৫, ২০০৫ (সি)

সঞ্জয় পারিখ, মনোজ ভি. জর্জ, শিল্পা লিজা জর্জ, মিসেস নিনি সুসান থমাস, আশিতা অরোরা, অমিত কুমার, যশ এস. বিজয়, মিসেস সঞ্জনা শ্রীকুমার, রাজীব কুমার দুবে, আকাশ কামরা, কমলেন্দ্র মিশ্র, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

কে. এন. বালগোপাল, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, জি. প্রকাশ, বিষ্ণু এম. এল., মিসেস প্রিয়াঙ্কা প্রকাশ, মিসেস বীণা প্রকাশ, মুকুন্দন নিত্যা নাম্বিয়ার, ভিটসো রিও, বিবাদীর পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন মদন বি লোকুর, বিচারপতি।

১. আপীলকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আপিলে এই আদালতের সিদ্ধান্তে বিস্তৃত অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে, যার থেকে বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদন উত্থাপিত হয়। সিদ্ধান্ত থেকে অভিযোগগুলি পুনরুত্পাদন করা আরও সুবিধাজনক হবেঃ

> "৬ এবং ৭ জানুয়ারী, ২০০১ সালের মধ্যবর্তী রাতে, যখন কেরল রাজ্যের এরনাকুলাম জেলার আলুভা পৌর শহরের বাসিন্দারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন, তখন শহরের মাঝে অবস্থিত মঞ্জুরান বাড়িটি এক ভয়াবহ অপরাধের দৃশ্যে পরিণত হয়। মঞ্জুরান বাড়ির একটি পরিবারের ছয় সদস্য তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ হারান। এখানকার আপিলকারী অ্যান্টনি @ আন্তাপ্পান বিদেশে উন্নত ভবিষ্যতের সন্ধানে ছিলেন, যার জন্য তার অর্থের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মঞ্জুরান পরিবারের সদস্যরা তাকে অর্থ দিতে অস্বীকার করেন। তাই, অভিযোগকারীর ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি ৬.১.২০০১ তারিখ রাত ১০টার দিকে ছুরি, কুড়াল ব্যবহার করে এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ও শ্বাসরোধ করে কোচুরাণী ও ক্লারাকে এবং মধ্যরাতে অগাস্টিন, তার স্ত্রী মেরি এবং তাদের সন্তান – দিভ্যা ও জেসমনকে হত্যা করেন। রাত ১০টায় জীবনপূর্ণ মঞ্জুরান বাড়ি মধ্যরাতের আঘাতে একটি গোরস্থানে পরিণত হয়। অভিযোগ, আপিলকারী কোচুরাণী ও ক্লারাকে হত্যার পর পরিবারের অন্য চার সদস্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যারা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। তাদের আসার পর তিনি তাদের লাশ বানিয়ে ফেলেন। তিনি তাদের আসার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন যাতে তাদের হত্যা করতে পারেন, কারণ তিনি জানতেন যে এর আগে তিনি যে দুটি খুন করেছেন তার জন্য তারা তাকে সন্দেহ করবে, কারণ তারা যখন সিনেমা দেখতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তখন তিনি বাড়িতেই ছিলেন। অভিযোগকারী অভিযোগ করে যে এই সমস্ত খুন ঠান্ডা মাথায়, পরিকল্পিতভাবে এবং নিখুঁতভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং আপিলকারী নিশ্চিত করেছিলেন যে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার আগে তাদের মধ্যে আর প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। যখন তাকে খুনের দায়ে বিচারের মুখোমুখি করা হয়, তখন আপিলকারী নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন এবং বিচারের আবেদন করেন।

২. বিচারের পর, কেরালার এরনাকুলামের দায়রা আদালত ২০০৪ সালের ১৫৪ নং দায়রা মামলায় আপিলকারীকে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং ৩১ জানুয়ারী, ২০০৫ তারিখে রায় ও আদেশের মাধ্যমে তাকে দণ্ডিত করে। মনে হয়, আপিলকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া উচিত নাকি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত সেই বিষয়ে একই দিনে বা অবিলম্বে পরে যুক্তিতর্ক পেশ করা হয়েছিল, কারণ ২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ তারিখে বিচারক আপিলকারীকে "মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে রাখার" সাজা দেন।

৩. বিচারিক বিচারক মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়ার সময় 'ক "-কে নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেনঃ

"২৩১. অভিযুক্তের নিষ্ঠুর প্রবণতা আক্রমণের ধরণেই স্পষ্ট ছিল। তার আচরণ ও ব্যবহার সমাজের সম্মিলিত বিবেককে আতঙ্কিত করে। এটা স্পষ্ট যে সে অন্যের জীবনকে সামান্যতমও মূল্য দেয় না। এই মামলায় যে খুনগুলি এত পরিকল্পিত ও ভয়াবহভাবে সংঘটিত হয়েছে, যা ভিকটিমদের সামান্যতম ধারণারও বাইরে ছিল, ভিকটিমদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার উস্কানি ছাড়াই, বরং তাদের আতিথেয়তা ও দয়া উপভোগ করার পরেও, তা অভিযুক্তের ঠান্ডা মাথার ও পূর্বপরিকল্পিত পদক্ষেপকেই ইঙ্গিত করে। এই হত্যাকাণ্ডে দুজন নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীও একটি জঘন্য উদ্দেশ্যে প্রাণ হারিয়েছে।

২৩২. এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তার স্ত্রী ও সন্তান অভিযুক্তের সাথে থাকে না। এমনকি তার স্ত্রী যে স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত, তাও সে জানে না। তার নিজের ভাষ্য অনুযায়ী, এই ঘটনার পর তার স্ত্রী তার সাথে থাকতে আসেনি। বস্তুত, এই মামলায় লঘু করার মতো কোনো পরিস্থিতি খুঁজে বের করার আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন বিচারিক ঘোষণার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, শাস্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আদালতকে মামলার তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যমান গুরুতর ও লঘু করার কারণগুলি বিবেচনা করতে হবে, যাতে এটা নির্ধারণ করা যায় যে মামলাটিকে "বিরলের মধ্যে বিরলতম" হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য বিশেষ কারণ বিদ্যমান কিনা।

২৩৩. অভিযুক্ত একজন দাগী অপরাধী, যার কোনো সংশোধন বা পুনর্বাসন সম্ভব নয়। এই মামলায় অপরাধের মাত্রা চরম নীচতাকে ছাড়িয়ে গেছে। অভিযুক্ত রক্তপিপাসু, অদম্য ও দাগী অপরাধীর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই আদালত মনে করে যে, এমন একজন অপরাধীকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে বাঁচানো বিচার ব্যবস্থাকে সন্দেহজনক করে তুলবে এবং এই অভিযুক্তকে লঘু শাস্তি দেওয়ার বিকল্প অবলম্বন করা ন্যায়বিচারের পরিহাস হবে। যেহেতু এই ঘটনা সমাজে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং সমাজের সম্মিলিত বিবেক স্তম্ভিত হয়েছে, তাই এমন একজন অপরাধীকে সমাজে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া মানবিকতা নয়, বরং নির্দয়তা। যখন একাধিক খুন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অমানবিক, চরম, নৃশংস, বীভৎস, ভয়াবহ, ঘৃণ্য ও জঘন্য উপায়ে সংঘটিত হয়, তখন এই আদালত চরম শাস্তি দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না। বিষয়গুলি তাই, বিশেষ

এই ক্ষেত্রে ৩৫৪ (৩) ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে কারণ রয়েছে এবং এই মামলাটি "বিরলতম বিরলতম মামলা" বিভাগের মধ্যে আসে যেখানে "কম বিকল্পটি নিঃসন্দেহে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে"।

৪. দোষী সাব্যস্তকরণ ও দণ্ডাদেশ কেরল হাইকোর্টের সামনে নিশ্চিতকরণের জন্য ২০০৫ সালের মৃত্যুদণ্ডের রেফারেন্স নং ৫-এ উত্থাপিত হয়েছিল, আপিলকারীও তার দোষী সাব্যস্তকরণ ও দণ্ডাদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি বিচার আদালতের রায় ও দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ২০০৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং, ৩৮৫ প্রেরণ করেছিলেন।

৫, ২০০৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের একটি রায় ও আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ডের রায় নিশ্চিত করে এবং আপিলকারীর আবেদন খারিজ করে দেয়।

৬, মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়ার সময়, হাইকোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে আপিলকারীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধটি সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে তার কোনও সম্মান নেই, কোনও যত্ন নেই, কোনও মর্যাদা নেই, মানব জীবনের প্রতি কোনও করুণা নেই এবং এই পৃথিবীতে তার জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক। হাইকোর্ট রায়ের ৪৯ অনুচ্ছেদে আপিলকারীকে যে সাজা দেওয়া হবে সে সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করেছে। এটি নিম্নরূপ।

"৪৯, দণ্ডাদেশের বিষয়ে মিঃ রামকুমার আমাদের কাছে যা অনুরোধ করেছেন তা হল বর্তমান মামলাটি 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' মামলা নয় যেখানে আপিলকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। কোনও প্রশমনকারী পরিস্থিতি দেখানোর জন্য কোনও যুক্তি উত্থাপিত হয়নি। আমরা মামলার প্রতিটি দিক পুনর্বিবেচনা করেছি এবং তবুও পুনর্বিবেচনা করেছি। প্রতিটি পুনর্বিবেচনার পরেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে বর্তমান ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিরলতম ঘটনা। ঋষি ও ঋষিদের এই দেশে, এমনকি অচেতনভাবে পায়ের নিচে একটি কৃমিকে পদদলিত করাও পাপ বলে মনে করা হয়। অহিংসার ঐতিহ্য দ্বারা পরিচালিত এবং অনুপ্রাণিত হয়ে, এই দেশের লোকেরা কাউকে শারীরিকভাবে ক্ষতি করার কথা ভাবেন না। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য অনেক মহান ব্যক্তিত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে এই জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন রক্তহীন স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আবেদনকারী তাঁর পায়ের নীচে এই দেশের এই উচ্চ আদর্শ ও ঐতিহ্যকে পদদলিত করেছেন। তিনি একটি পরিবারের সকল সদস্যকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বীভৎস উপায়ে নির্বাপিত করেছেন। তিনি কালো ও নিরবচ্ছিন্ন ট্র্যাজেডি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সমাজে কম্পন সৃষ্টি করেছিলেন। একটি পরিবারের ছয় সদস্যের মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক আচরণ করেছিলেন।

তিনি তাদের মৃত্যুর জন্য বাড়ির সম্ভাব্য সমস্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিলেন। স্বীকারোক্তিতে বলা হয়েছে যে, যদি ছুরি বন্দীদের হত্যা করার জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে তিনি তাদের আঘাত করার জন্য বাড়ির আসবাবপত্র ব্যবহার করতেন, এবং যদি তা যথেষ্ট না হয় তবে তিনি তাদের কুড়াল দিতেন, এবং যতটা সম্ভব যথেষ্ট না হলে তিনি তাদের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করতেন এবং যদি যথেষ্ট না হয় তবে তিনি তাদের শ্বাসরোধ করে দিতেন। নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতায় তিনি সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছিলেন। এটা অকল্পনীয়, অকল্পনীয় এবং বিশ্বাস করা কঠিন যে, বাড়ির চারপাশে রক্ত ছিটিয়ে ছয়টি হত্যা করার পর তিনি প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে একই বাড়িতে এমনভাবে বসে থাকবেন যেন তিনি ছয়জন মৃত ব্যক্তির মধ্যে বসে নেই, বরং একটি মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে তিনি যে ট্রফি জিতেছেন তার মধ্যে বসে থাকবেন। তাঁর কোনও সম্মান নেই, কোনও যত্ন নেই, কোনও মর্যাদা নেই, মানব জীবনের প্রতি কোনও করুণা নেই। এই পৃথিবীতে তাঁর জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক। আমাদের বিভিন্ন বিচারিক নজির উল্লেখ করার দরকার নেই কারণ প্রতিটি মামলার নিজস্ব তথ্য রয়েছে, তবে কেবলমাত্র একটি মামলার উল্লেখ করতে হবে যা বর্তমান মামলার তথ্যে নিকটতম বলে মনে হয়। দয়ানিধি বিসোই বনাম উড়িষ্যা রাজ্য, ২০০৩ ফৌজদারি. এল. যে-এ ৩৬৯৭ (এসসি), একটি মামলা যা পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ছিল, অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত ছিল। সন্ধ্যায় সে মৃত ব্যক্তির আতিথেয়তা ও দয়া উপভোগ করছিল। সে রাতে তিন বছরের শিশু সহ মৃত ব্যক্তির পুরো পরিবারকে হত্যা করেছিল। ভুক্তভোগীরা যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন হত্যা করা হয়েছিল এবং ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে কোনও উস্কানি ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল কেবল আর্থিক সুবিধা অর্জন করা। সুপ্রিম কোর্ট এটিকে অভিযুক্তদের পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতির সাথে শীতল রক্তের হত্যার মামলা বলে মনে করেছিল। এটি একটি বিরলতম বিরলতম মামলা বলে মনে করা হয়েছিল, অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

৭, তার দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং মৃত্যুদণ্ডের নিশ্চিতকরণে ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারী এই আদালতে ২০০৯ সালের ৮১১ নং ফৌজদারি আপিল পেশ করেন যা ২২শে এপ্রিল, ২০০৯ তারিখের একটি রায় ও আদেশ দ্বারা খারিজ হয়ে যায়। এই আদালত আপিলকারীকে প্রদত্ত শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে কোনও বিজ্ঞাপন বা আলোচনা করেনি। এটি তার তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং খারিজ করা হয়েছিল।

৮, তাঁর আবেদন খারিজ হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারী ২০১০ সালের রিভিউ পিটিশন (ফৌজদারি)-কে অগ্রাধিকার দেন, কিন্তু ২০১০ সালের ১৩ শতাংশ এপ্রিলের একটি আদেশে তা খারিজ করে দেওয়া হয়।

৯. মহম্মদ আরিফ ওরফে আশফাকের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, "ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার এবং অন্যান্যরা" এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি পুনর্বিবেচনার জন্য পুনরায় খোলা হয়েছিল এবং এভাবেই এটি আমাদের সামনে রয়েছে।

---

১ (২০১৪) ৯ এসসিসি ৭৩৭

দাখিল

১০. আপিলকারীর আইনজীবী আবেদনকারীকে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন কারণ উত্থাপন করেছিলেন। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে মামলাটি একটি পরিস্থিতিগত প্রমাণ এবং তাই মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া উচিত নয়। এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এই আদালত এবং হাইকোর্ট এবং ট্রায়াল কোর্ট আপিলকারীর সংস্কারের সম্ভাবনা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আপিলকারীর পূর্ববর্তী ইতিহাস এবং ফৌজদারি পূর্বসূরীরা সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ছিল না। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে ট্রায়াল বিচারক ভুলভাবে আবেদনকারীকে কঠোর অপরাধী হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আমরা দেখতে পাই যে আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী এই জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক যেহেতু শট্ট আবেদনকারী এর আগে কোনও অপরাধ করেছিলেন তা দেখানোর জন্য রেকর্ডে একেবারেই কিছুই নেই। প্রকৃতপক্ষে, এমন কোনও নথি নেই যা ইঙ্গিত করে যে আবেদনকারী একজন কঠোর অপরাধী ছিলেন।

১১. আমরা বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা উপস্থাপিত জমা দেওয়া বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব দিচ্ছি না কারণ রাজেন্দ্র প্রতাপরাও ওয়াসনিক বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায় আমাদের সামনে অনুরূপ জমা দেওয়া হয়েছিল যেখানে আমরা আজ রায় প্রদান করেছি। এই পিটিশনে এবং রাজেন্দ্র প্রতাপরাও ওয়াসনিকে আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবীর দ্বারা উদ্ধৃত মামলাগুলি একই ছিল এবং আমরা কেবল আমাদের প্রচেষ্টাকে নকল করব এবং পুনরাবৃত্তি করব, যা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি।

১২. উপরের দাখিলগুলি ছাড়াও, আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপিলকারীর সাথে সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সাজা প্রদানের উদ্দেশ্যমূলক বিবেচনার জন্য প্রাসঙ্গিক এবং এই আদালত সহ কোনও আদালত এগুলি বিবেচনা করেনি।

১৩. এটি উপস্থাপিত হয়েছিল যে "সমাজের সমষ্টিগত বিবেক" এবং একটি সাজা আরোপের উদ্দেশ্যে এটির উল্লেখ সম্পূর্ণরূপে ভুল। একটি হত্যার অপরাধের জন্য বিচারে নথিভুক্ত প্রমাণের মাধ্যমে জনমত নির্ধারণ করা সম্ভব নয় এবং সমাজের সমষ্টিগত 'বিবেকের মতো নিরাকার কিছু নির্ধারণ করা আরও কঠিন, যদি অসম্ভব না হয়।

১৪, অবশেষে, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে আপিলকারী যথেষ্ট সময়ের জন্য হেফাজতে রয়েছেন এবং এটি নিজেই তাঁর সাজা মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করার জন্য একটি ভাল ভিত্তি। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে আপিলকারীকে ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০১-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২৫ জানুয়ারী, ২০০২ জামিন মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত তিনি হেফাজতে ছিলেন,

২০০৫ সালের ৩১শে জানুয়ারি বিচার আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং তারপর থেকে তিনি প্রায় ১৪ বছর হেফাজতে এবং প্রায় তিন বছর জামিনে কাটানোর পর ক্রমাগত হেফাজতে রয়েছেন।

আর্থ-সামাজিক কারণগুলি বিবেচনা করা

১৫. কোনও সন্দেহ নেই যে কোনও দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে কিনা তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আর্থ-সামাজিক কারণগুলি বিবেচনা করা উচিত। এর একটি কারণ হল এই ধারণা (সম্ভবত ভুল) যে কেবল সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর দোষীদেরই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং অন্যরা নয়। যদিও বচন সিং x: পাঞ্জাব রাজ্য কোনও অপরাধীর পক্ষে প্রশমিত করার অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য আর্থ-সামাজিক কারণগুলির দিকে ইঙ্গিত করে না, তবে দেশে আইনের বিকাশ, বিশেষত সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে, এটিকে বিবেচনায় নেওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে প্রবর্তন করেছে। প্রকৃতপক্ষে, বচন সিং-এর ক্ষেত্রে এই আদালত স্বীকার করেছে যে, এই অবস্থানের বিভিন্ন কারণ রয়েছে এবং তা বিবেচনায় নেওয়া ও গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিবেদনের ২০৯ অনুচ্ছেদে বরং সন্তোষজনকভাবে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

> "২০৯. হালকা শাস্তি প্রদানের ন্যায্যতা প্রমাণকারী আরও অসংখ্য পরিস্থিতি রয়েছে; যেমন বিপরীতমুখী গুরুতর পরিস্থিতিও বিদ্যমান। "আমরা স্পষ্টতই এই সমস্ত পরিস্থিতি একটি বিচারিক কম্পিউটারে প্রবেশ করাতে পারি না, কারণ একটি ত্রুটিপূর্ণ এবং অস্থির সমাজে এগুলি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় অনিশ্চিত বিষয়।" তবুও, এটা অত্যধিক জোর দিয়ে বলা যায় যে মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে লঘু করার কারণগুলির পরিধি ও ধারণা ৩৫৪(৩) ধারায় বর্ণিত বৃহত্তর সাজার নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে আদালত কর্তৃক উদার ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা লাভ করা উচিত। বিচারকদের কখনোই রক্তপিপাসু হওয়া উচিত নয়। খুনিদের ফাঁসি দেওয়া তাদের জন্য কখনোই খুব ভালো কিছু বয়ে আনেনি। ভারতের ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান, যদিও অসম্পূর্ণ, দেখায় যে অতীতে আদালত অত্যন্ত বিরল ক্ষেত্রেই চরম শাস্তি প্রদান করেছে – যা এই গুরুতর বিষয়ে তাদের সাজার বিবেচনার প্রয়োগে সর্বদা প্রদর্শিত সতর্কতা ও সহানুভূতির সাক্ষ্য দেয়। অতএব, এটা জরুরি যে আমরা নির্দেশিত বিস্তৃত দৃষ্টান্তমূলক নির্দেশিকা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে আদালতগুলি আরও বেশি সতর্ক যত্ন ও মানবিক উদ্বেগের সাথে তাদের গুরুদায়িত্ব পালন করবে এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করি,

---

২ (১৯৮০) ২ এসসিসি ৬৮৪ ৩

আমরা আরও যোগ করতে পারি যে খুনিদের ফাঁসি দেওয়া তাদের জন্যও কখনও খুব একটা ভালো হয়নি!

> ৩৫৪ (৩) ধারায় বর্ণিত আইন প্রণয়নের উচ্চ পর্যায় অর্থাৎ হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড একটি নিয়ম এবং মৃত্যুদণ্ড একটি ব্যতিক্রম। মানব জীবনের মর্যাদার জন্য একটি প্রকৃত এবং স্থায়ী ধারণা আইনের উপকরণের মাধ্যমে একটি জীবন নেওয়ার প্রতিরোধকে উপস্থাপন করে। এটি বিরলতম বিরলতম ক্ষেত্রে ছাড়া করা উচিত নয় যখন বিকল্প বিকল্পটি নিঃসন্দেহে বন্ধ করে দেওয়া হয়। (আমাদের দ্বারা প্রদত্ত জোর)।

১৬. এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে, আমরা সমর্থন করি এবং স্বীকার করি যে, সাজা দেওয়ার সময় আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে, বিশেষ করে ন্যায়বিচারের সুযোগ এবং ন্যায়বিচারের প্রতিকার সম্পর্কিত মৌলিক বাস্তবতা যা দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য সহজলভ্য নয়।

১৭. আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলির বিবেচনা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত (যা শাস্তির উদ্দেশ্যে অপরিহার্যভাবে বা সর্বদা বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে একটি নির্দিষ্ট মামলায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে) এবং তা হল দোষীদের পর্যাপ্ত আইনি প্রতিনিধিত্ব রয়েছে কিনা, সমাজের দুর্বল অংশের বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিরক্ষা পরামর্শের সামর্থ্য রাখে না এবং তারা আইনি প্রতিনিধিত্বের জন্য জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা জেলা আইনি পরিষেবা কমিটির কাছে যেতে বাধ্য। যদিও এই কর্তৃপক্ষগুলি তাদের আদেশে সম্ভাব্য সর্বোত্তম আইনি সহায়তা প্রদান করে, তবে কখনও কখনও এটি কোনও অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ফলে প্রত্যাশার তুলনায় কম হয় এবং মামলার তথ্য এবং সাজা প্রক্রিয়া অনুসরণের উপর নির্ভর করে মৃত্যুদণ্ডের সাজা অনুসরণ করা হয়।

১৮. সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটির তৈরি করা একটি মোটামুটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট যে দরিদ্ররা ন্যায়বিচার পাওয়ার এবং উপলব্ধ প্রতিকারের প্রাপ্যতা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়শই প্রাপ্তিসাধ্য হয় না, যা প্রকল্প সহযোগের মাধ্যমে দরিদ্র ও অভাবীদের মামলাগুলিতে ব্যাপক বিলম্বের কথা স্বীকার করে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্বল অংশের জন্য মানসম্পন্ন আইনি সহায়তা এমন একটি ক্ষেত্র যার জন্য প্রচুর এবং জরুরি মনোযোগের প্রয়োজন এবং আমরা আশা করি যে নতুন বছরে এই দিকে একটি জোরালো সূচনা করা হবে।

১৯. আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলির দিকে ফিরে তাকালে, আমরা নিশ্চিত নই যে, কখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত কিনা তা বিবেচনা করার জন্য এটি একটি প্রশমনকারী কারণ হিসাবে চালু করা হয়েছিল। যাই হোক না কেন, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রথম সিদ্ধান্তটি হল স্টেট, ইউ. পি. বনাম এম. কে. অ্যান্টনি, যেখানে এই আদালত এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল

---

৪ সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটির ওয়েবসাইট – www.sclsc.nic.in

৫ (১৯৮৫) ১ এসসিসি ৫০৫

অপরাধের গুরুতরতা বা নিষ্ঠুরতায় অভিভূত হওয়া। যেমন বচন সিং-এ বলা হয়েছে, সাজা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় কেবল অপরাধই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি অপরাধীও গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত দোষীদের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করেছে। এই আদালত প্রতিবেদনের ২৩ অনুচ্ছেদে এই কথা বলেছে।

> "২৩, শেষ প্রশ্নটি হল উত্তরদাতার উপর কী শাস্তি আরোপ করা উচিত। অভিযুক্ত দায়রা জজ সর্বোচ্চ শাস্তি জারি করেছেন যা আইনের অধীনে আরোপ করা যেতে পারে, যথা, মৃত্যুদণ্ড। দুই নির্দোষ শিশু সহ ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়জনদের হত্যা ভয়াবহ। তবে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে অপরাধের মর্মান্তিক প্রকৃতি অপরাধ ও সাজা উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণের উদাসীন বিশ্লেষণের প্রতি সহজাত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার জন্য উত্তরদাতার পক্ষে যে একটি পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে থাকে তা হল, যে উত্তরদাতা কোনও কাম, প্রতিশোধের অনুভূতি বা লাভের জন্য তার প্রিয়জনদের হত্যা করেননি। একটি অর্থনৈতিক অবস্থার দুর্দশা-কখনও কখনও এতটা দুঃখজনক হয়ে ওঠে না যে পালানোর একমাত্র পথ হল অপরাধ। উত্তরদাতা খুন করেছে কারণ তার সম্পূর্ণ অসহায়তার মধ্যে সে তার অসুস্থ স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য কয়েকটি চিপ খুঁজে পায়নি এবং তাদের জীবন শেষ করে পালানোর পথ দেখেছিল। এই একটি পরিস্থিতি এতটাই অপ্রতিরোধ্য চরিত্রের যে অপরাধটি ঘৃণ্য হলেও আমরা মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা থেকে বিরত থাকব। তদনুসারে উত্তরদাতাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত।

২০. সুরেন্দ্র পাল শিববালাকপাল বনাম গুজরাট রাজ্য * মামলায় এই আদালত আবেদনকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করেছে, অর্থাৎ তিনি একজন অভিবাসী শ্রমিক ছিলেন এবং নিখুঁত পরিস্থিতিতে বসবাস করছিলেন এবং তাই এটি বলা যায় না যে তিনি 'ভবিষ্যতে সমাজের জন্য বিপদ' হয়ে উঠবেন। মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এই আদালত প্রতিবেদনের ১৩ অনুচ্ছেদে এই কথা বলেছেঃ

> "...ঘটনার সময় আপিলকারীর বয়স ৩৬ বছর ছিল এবং আপিলকারী এর আগে অন্য কোনও ফৌজদারি মামলায় জড়িত ছিলেন বলে কোনও প্রমাণ নেই এবং আপিলকারী

---

৬ (২০০৫) ৩ এসসিসি ১২৭

তিনি উত্তরপ্রদেশের একজন অভিবাসী শ্রমিক ছিলেন এবং নিখুঁত পরিস্থিতিতে বসবাস করছিলেন এবং এটা বলা যায় না যে তিনি ভবিষ্যতে সমাজের জন্য বিপদ হয়ে উঠবেন এবং এই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য আমাদের সামনে কোনও উপকরণ রাখা হয়নি। আমরা মনে করি না যে এই ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল....."

২১. একইভাবে, সুশীল কুমার বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায় দোষীদের দারিদ্র্যকে সাজা দেওয়ার জন্য একটি কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এটি, প্রতিবেদনের ৪৬ অনুচ্ছেদে আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"চরম দারিদ্র্য আবেদনকারীকে তার খুব কাছের এবং প্রিয় পরিবারের তিন সদস্যের-তার স্ত্রী, নাবালক পুত্র এবং কন্যার-নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাতে প্ররোচিত করেছিল। এমন কোনও নথি নেই যা দেখায় যে আবেদনকারী একজন অভ্যাসগত অপরাধী। তাকে একজন শান্তিপ্রিয়, আইন মেনে চলা নাগরিক বলে মনে হয় কিন্তু যেহেতু সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই সে তার পরিবারকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য তার প্রজ্ঞার কথা ভেবেছিল যাতে সমস্ত সমস্যা শেষ হয়ে যায়। সুনির্দিষ্টভাবে, এটি হত্যার অপরাধ করার পরে তার কিছু বিষাক্ত পদার্থ খাওয়ার কারণ বলে মনে হয়।" (আমাদের দ্বারা প্রদত্ত জোর)।

২২. মোল্লা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য মামলায় এই আদালত প্রতিবেদনের ৮০ অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে যে, সাজা দেওয়ার বিষয়ে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়, তার মধ্যে একটি হল আর্থ-সামাজিক কারণ যা হ্রাসকারী কারণ, যদিও এটি অপরাধীর অপরাধবোধকে দুর্বল করে দিতে পারে। এই আদালত এই রায় দিয়েছেঃ

"৮০. আরেকটি বিষয় যা দুর্ভাগ্যবশত সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অনেকটা বাদ পড়ে গেছে তা হলো অপরাধের দিকে ধাবিতকারী আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ। আমরা কোনো পর্যায়েই এমন প্রস্তাব দিচ্ছি না যে অর্থনৈতিক নিঃস্বতা নৈতিক অধঃপতনকে সমর্থন করে, তবে আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে বাস্তব জগতে এই ধরনের কারণগুলো একজন ব্যক্তিকে অপরাধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ল কমিশনের ৪৮তম রিপোর্টেও এই উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটেছে। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি, আর্থ-সামাজিক কারণগুলো অপরাধবোধকে লঘু না করলেও সেগুলো লাঘবকারী পরিস্থিতি হিসেবে গণ্য হতে পারে। আর্থ-সামাজিক কারণগুলো আমাদের আরেকটি সম্পর্কিত লাঘবকারী বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়, আর তা হলো–দোষী ব্যক্তির সংশোধিত হওয়ার ক্ষমতা। এটি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যে অপরাধী তার অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণে অপরাধ করে, তার সংশোধিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। এই আদালত এর আগে অনেকবার এই রায় দিয়েছে যে,

সংস্কারের এই ক্ষমতা মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে একটি প্রশমনকারী কারণের সমান "(আমাদের দ্বারা প্রদত্ত জোর)।

২৩. কমলেশ্বর পাসোয়ান বনাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড় মামলায় এই আদালত উল্লেখ করেছে যে দোষী একজন রিকশাচালক এবং 'মানসিক ও অর্থনৈতিক চাপের সঙ্গে অভিবাসী' ছিলেন। তাই দোষীকে সাজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছিল। প্রতিবেদনের ৮ অনুচ্ছেদে এটি নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

"৮, আমরা এই বিষয়টিকেও উপেক্ষা করতে পারি না যে, আবেদনকারী একজন রিকশাচালক এবং চণ্ডীগড়ের একজন অভিবাসী ছিলেন, যার পরিচর্যার মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক চাপগুলি প্রায়শই এই ধরনের ব্যক্তিদের ছাড়িয়ে যায় এবং অভিভূত করে দেয়। কিষাণগড় গ্রামটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের একটি অংশ এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজ্যপাল, গল্ফ ক্লাব এবং শহরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ নাগরিকদের থাকার অভিজাত ক্ষেত্রগুলি থেকে এক পাথর নিক্ষেপ করে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই ধরনের বেশিরভাগ পাড়া প্রায়শই একে অপরের প্রয়োজনের প্রতি সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং উদাসীন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তার হতাশা স্পষ্টতই সামনে এসেছিল যা ভয়ঙ্কর ঘটনার দিকে পরিচালিত করেছিল। (আমাদের দ্বারা প্রদত্ত জোর)।

২৪, পরিশেষে, মহেশ ধনাজি শিন্ডে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দোষীরা তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছিল। তবে, কারাগারে তাদের আচরণ ছিল আনন্দদায়ক কারণ তারা নিজেদের শিক্ষিত করেছিল এবং দেখিয়েছিল যে যদি দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয় তবে তারা অর্থপূর্ণ ও গঠনমূলক জীবনযাপন করতে পারে। এই আদালত নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেঃ

"৩৮ একই সময়ে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় অভিযুক্ত চারজনেরই বয়স কম ছিল অর্থাৎ ২৩-২৯ বছর। তারা জনসংখ্যার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে বঞ্চিত অংশের অন্তর্গত। তারা তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছিল। এটি সম্ভব যে, অল্প বয়সে, তাদের দ্রুত অর্থের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং এই পরিস্থিতিগুলিই প্রশ্নবিদ্ধ অপরাধের দিকে পরিচালিত করেছিল। হেফাজতে থাকাকালীন সমস্ত অভিযুক্ত যশবন্তরাও চৌহান মহারাষ্ট্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল এবং বিএ পরীক্ষা শেষ করেছিল বা ডিগ্রি অর্জনের পথে ছিল..... দেখানোর মতো কোনও উপাদান বা তথ্য নেই

---

৯ (২০১১) ১১ এসসিসি ৫৬৪

১০ (২০১৪) ৪ এসসিসি ২৯২

হেফাজতের সময়কালে যে কোনও আবেদনকারীর পক্ষ থেকে নিন্দনীয় বা নিন্দনীয় আচরণ। সমস্ত পরিস্থিতি আবেদনকারী-অভিযুক্তের সংস্কার এবং একটি অর্থপূর্ণ ও গঠনমূলক জীবনযাপনের সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে যদি তাদের দ্বিতীয় চ্যানি দেওয়া হয়..... (আমাদের দ্বারা জোর দেওয়া হয়েছে)

২৫, অতএব, এই পরামর্শ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট মামলা আইন রয়েছে যে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে নাকি যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় একজন দোষী সম্পর্কিত বৈপরীত্যমূলক বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।

২৬. বর্তমান মামলার তথ্যের ভিত্তিতে, বিচার আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে দোষী ব্যক্তি একটি নৈমিত্তিক ভ্যাসিসে চালক হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি উপসাগরীয় অঞ্চলে চাকরি পেতে আগ্রহী ছিলেন এবং এই দিকে সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভিসার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন কিন্তু এজেন্টকে ৬২,০০০/- টাকা দিতে হয়েছিল। গুরুতর আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি প্রাথমিক অর্থ প্রদানের জন্য কেবল ২৫,০০০/- টাকা এর ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। তিনি এই পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যান। তার আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে উপসাগরীয় অঞ্চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে ট্রেনে করে ইমাকুলাম থেকে মুম্বাই যেতে হয়েছিল এবং যদিও সে টিকিট কিনতে পেরেছিল, তবুও সে রিজার্ভেশন চার্জ দিতে অক্ষম ছিল। এই পরিস্থিতিতে সে টাকা পেতে বা চুরি করে বা অন্য কোনও উপায়ে ছিনতাই করে মৃত পরিবারের বাড়িতে গিয়েছিল। এই আর্থিক ও অর্থনৈতিক চাপের কারণে মৃত পরিবারের মধ্যে তার উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার এবং মৃত পরিবারের জন্য, সে তাদের কাছ থেকে কোনও তহবিল সংগ্রহ করতে পারেনি এবং এর ফলে তাদের সকলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

জনমত বা সমাজের সমষ্টিগত বিবেক

২৭, আপিলকারীর দ্বিতীয় আবেদন, অর্থাৎ সমাজের সমষ্টিগত বিবেক বা জনমত সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা সন্তোষ কুমার সতীশভূষণ বারিয়ার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য-এ প্রতিবেদনের ৮০ থেকে ৮৯ অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে একটি অত্যন্ত শিক্ষামূলক আলোচনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা আলোকিত আলোচনার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাই না। আমরা কেবল লক্ষ্য করতে পারি যে এই সিদ্ধান্তে, সাচান সিং-এ প্রতিবেদনের ১২৬ অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল।

১২৬, ঘটনাচক্রে, ফারমানের দুই অনুগত বিচারক কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতির জনগণের প্রত্যাখ্যান এই সত্যের প্রমাণ দেয় যে বিচার বিভাগীয় মতামত অগত্যা প্রতিফলিত করে না

---

১১ (২০০৯) ৬ এসসিসি ৪৯৮ ১২ ফারম্যান বনাম জর্জিয়া, ৩৩ এল ইডি ২ডি ৩৪৬ : ৪০৮ ইউএস ২৩৮ (১৯৭২)

জনগণের নৈতিক মনোভাব। একই সঙ্গে, এটি একটি অনুস্মারক যে বিচারকদের জনমতের মুখপাত্র বা মুখপাত্র হওয়ার দায়িত্ব নিজেদের উপর নেওয়া উচিত নয়ঃ জনগণের প্রতিনিধি না হওয়া, যদি প্রায়শই ভাল হয়, 'বিচার বিভাগীয় সংযমের বিষয় হিসাবে, জনমত মূল্যায়নের কাজ সংশ্লিষ্ট আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ছেড়ে দেওয়া।' (আমাদের দ্বারা প্রদত্ত জোর)।

অতএব, আমাদের মতে, বিদ্বান বিচারিক বিচারক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ভুল করেছিলেন যে আপিলকারীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের গুরুত্বের কারণে সমাজের সম্মিলিত বিবেক বিঘ্নিত হয়েছে এবং প্রতিহত হয়েছে। বচন সিং এবং বারিয়ারের ক্ষেত্রে এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও গুরুতর বা নিষ্ঠুর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া অপরাধীকে সাজা দেওয়ার সময় 'জনমত বা সমাজের সম্মিলিত বিবেক' হিসাবে বিবেচিত হওয়া ছাপগুলি এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বর্তমান মামলার তথ্যে, আমরা দেখতে পাই যে এই সিদ্ধান্তে আসার মতো কোনও উপাদান ছিল না যে অপরাধের গুরুত্ব সমাজে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল বা এটি সমাজে স্বাভাবিক জীবনকে বস্তুগতভাবে ব্যাহত করেছিল। ফলস্বরূপ, বিদ্বানদের দ্বারা প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি, 'এই বিষয়ে বিচারিক বিচারককে অবশ্যই আপিলকারীর উপর যথাযথ সাজা আরোপ করার উদ্দেশ্যে উপেক্ষা করা উচিত।

উপসংহার

২৮. অপরাধ এবং অপরাধীর দৃষ্টিকোণ থেকে মামলার তথ্যের সামগ্রিক বিবেচনার ভিত্তিতে, আমরা মনে করি যে যদিও মামলাটি একটি পরিস্থিতিগত প্রমাণ হতে পারে, তবে এখন এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে যে এটি নিজেই মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা রাজেন্দ্র প্রতাপরাও ওয়াসনিকের ক্ষেত্রে এটি ধরে নিয়েছি এবং ইতিমধ্যে যা বলা হয়েছে তা পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না।

২৯. আমরা এটাও মনে করি যে, এই আদালত সহ সমস্ত আদালত আপিলকারীর সংস্কার বা পুনর্বাসন এবং সমাজে সামাজিক পুনর্বাসনের সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনা করা উপেক্ষা করেছে। আপিলকারীকে কেন সংস্কার বা পুনর্বাসন করা যায়নি সে সম্পর্কে কোনও অর্থপূর্ণ আলোচনা নেই।

৩০. আপিলকারীকে কঠোর অপরাধী বলে অভিহিত করে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়ার সময় বিচার আদালত এই ভিত্তিতে ভুল পদক্ষেপ নিয়েছিল। বস্তুগত বা নথিতে এমন কোনও প্রমাণ নেই।

৩১, আপিলকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, যা আপিলকারীকে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা বিবেচনা করার সময় ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিবেচনা করা উচিত ছিল। যদিও কোনও অপরাধীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা তার দোষ অস্বীকার করার কারণ নয়, তবে এটি এমন একটি বিষয় যা কোনও দোষীকে যথাযথ সাজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত।

৩২. এই মামলার তথ্য বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না, আবেদনকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য কারাবাসের সময়কাল একটি কারণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল। এটি এমন একটি বিষয় যা ট্রায়াল বিচারকের সামনে রাখা উচিত ছিল এবং যদিও আমরা অবশ্যই এটি বিবেচনায় নিতে পারি, আমরা এই বিষয়ে কিছু অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে তা করতে দ্বিধা করি। রমেশ বনাম রাজস্থান রাজ্য "প্রতিবেদনের ৭৬ অনুচ্ছেদে একটি মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল যে যেহেতু এতে আবেদনকারী ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ছিলেন যা তার পক্ষে একটি প্রশমিত পরিস্থিতি হবে। এমন অনেক মামলা রয়েছে যেখানে দোষীরা ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এবং যদি একটি নির্দিষ্ট সময়কাল গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সম্ভবত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে মৃত্যুদণ্ডের সুবিধা দিতে হতে পারে। আদালতে দীর্ঘ বিলম্ব অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে, তবে যা প্রয়োজন তা হল অ্যাডহক বা বিচারক-কেন্দ্রিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত এবং পদ্ধতিগত সংস্কার।

৩৩. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলকারীকে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়।

৩৪, সেই অনুযায়ী আবেদনটির নিষ্পত্তি করা হয়।

দিব্যা পান্ডে পর্যালোচনা পিটিশন নিষ্পত্তি করা হলো।

---

১৩ (২০১১) ৩ এসসিসি ৬৮৫

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar